87

ভোরের কাগজ

তারিখ ... JUN. 26 1999 ...
পৃঃ ১০ কলাম ৪

প্রজন্ম ৭১ আয়োজিত গোলটেবিল আলোচনা

সাম্প্রদায়িকতা রুখতে শিক্ষা ব্যবস্থা ও পাঠ্যক্রম সংস্কারের তাগিদ

কাগজ প্রতিবেদক : 'বাংলাদেশে সাম্প্রদায়িকতা : আমাদের গন্তব্য' শীর্ষক এক গোলটেবিল আলোচনায় বক্তারা সাম্প্রদায়িকতার আগ্রাসন প্রতিরোধে দেশের শিক্ষাব্যবস্থার আধুনিকায়ন, শিক্ষা পাঠ্যক্রমে ব্যাপক সংস্কারের দাবি জানিয়েছেন। শহীদ জননী জাহানারা ইমামের ৫ম মৃত্যুবার্ষিকী উপলক্ষে প্রজন্ম '৭১ গতকাল শুক্রবার বিকালে মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর মিলনায়তনে এ গোলটেবিল আলোচনার আয়োজন করেছে।

আলোচনাকালে বক্তারা মাদ্রাসাসহ বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, গণমাধ্যম, রাষ্ট্র ও প্রশাসনিক পর্যায় এবং রাজনৈতিক দলগুলোর ভিতর সাম্প্রদায়িক ধ্যান-ধারণার লালন ও বিস্তারে আশঙ্কা প্রকাশ করেন। বাংলাদেশ সৃষ্টির ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট এবং স্বাধীনতাপরবর্তী বিভিন্ন কালো অধ্যায়গুলোও আলোচনায় স্থান পায়। বক্তারা সাম্প্রদায়িকতা প্রতিরোধের ক্ষেত্রে দেশের বর্তমান সংবিধানকে অন্যতম অন্তরায় হিসেবে চিহ্নিত করেন। তারা বলেন, অসাম্প্রদায়িক রাষ্ট্র গঠনের জন্য '৭২-এর সংবিধান পুনঃপ্রতিষ্ঠা অত্যন্ত জরুরি।

সিলেটে ইংরেজি মাধ্যমের একটি স্কুলের উদাহরণ টেনে আলোচনায় এডভোকেট সুলতানা কামাল দেশের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে শিশুদের মধ্যে কিভাবে সাম্প্রদায়িকতা ঢুকিয়ে দেওয়া হচ্ছে তার ভয়াবহ চিত্র তুলে ধরেন। এর পরিপ্রেক্ষিতে কবি শামসুর রাহমান তার বক্তব্যে দেশের প্রচলিত শিক্ষাব্যবস্থার সমালোচনা করে বলেন, 'এর মাধ্যমে আমাদের মনুষ্যত্ব বোধকে হত্যা করার প্রক্রিয়া চলছে।'

তিনি বলেন, 'সাম্প্রদায়িকতার বীজ আমাদের সংবিধানের মধ্যেই রয়ে গেছে। যে দেশের সংবিধানই এরকম সেখানে মহাবিপদের আশঙ্কা রয়েছে।' মুক্তিযুদ্ধের পক্ষের শক্তি আওয়ামী লীগ ক্ষমতায় এসে কেন সংবিধান পরিবর্তন করতে পারছে না এ নিয়ে তিনি প্রশ্ন তুলেন।

ব্যারিস্টার আমীরুল ইসলাম দেশে দুই ধারার (মাদ্রাসা ও আধুনিক) শিক্ষা ব্যবস্থার কথা উল্লেখ করে বলেন, 'একসময় আমরা দ্বিজাতি তত্ত্বকে মিথ্যা প্রমাণিত করে এখন নিজেরাই জাতিকে দুভাগে ভাগ করছি। শিক্ষা দুরকম হলে চিন্তা-চেতনাও দুরকম হবে।' তিনি একটি সার্বজনীন শিক্ষাব্যবস্থার প্রয়োজনীয়তার কথা উল্লেখ করেন।

একাত্তরের যুদ্ধাপরাধীদের বিচার প্রসঙ্গে ব্যারিস্টার আমীরুল বলেন, তাদের বিচারের আইনগত কোনো বাধা নেই। তবে তিনি এ বিষয়ে দেশের বর্তমান সামাজিক ও রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটে কৌশলগত কারণে প্রথম পাকিস্তানি হানাদার বাহিনীর বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করার প্রস্তাব দেন। তিনি বলেন, এতে দেশের সকল মানুষের সমর্থন পাওয়া যাবে। এ ছাড়াও তিনি পাকিস্তানি হানাদার বাহিনীর বিরুদ্ধে ক্ষতিপূরণ মামলা দায়ের এবং একাত্তরের যুদ্ধাপরাধীদের বিরুদ্ধে তথ্য সংগ্রহ, সংরক্ষণ ও এ বিষয়ে দক্ষিণ আফ্রিকার মতো 'ট্রুথ কমিশন' গঠনেরও প্রস্তাব দেন।

জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের উপ-উপাচার্য অধ্যাপক বোরহানউদ্দিন খান জাহাঙ্গীর দেশের চলমান রাজনৈতিক ধারার কথা উল্লেখ করে বলেন, সেখানে ধর্মীয় সংখ্যাগরিষ্ঠতাকে মেনে নেওয়া হয়েছে। যে বক্তব্যগুলো জাতি ও রাজনৈতিক কমিউনিটির ভিত্তিতে বলা উচিত তা ধর্মীয় দৃষ্টিভঙ্গি থেকে বলা হচ্ছে। পাঠ্যক্রম সংস্কারের জন্য বিভিন্ন সময় গঠিত শিক্ষা কমিশনের সমালোচনা করে ড. জাহাঙ্গীর বলেন, এসব কমিশনের সদস্যরা কেউই ধর্মনিরপেক্ষ নন।

রামেন্দু মজুমদার বলেন, অতীতে দীর্ঘ সময় সাম্প্রদায়িকতাকে রাষ্ট্রীয়ভাবে লালন করা হয়েছে। তিনি ক্ষমতাসীন আওয়ামী লীগ সম্পর্কে বলেন, ধর্ম নিয়ে তাদের বিরুদ্ধে বিভিন্ন অপপ্রচারের ফলে আওয়ামী লীগের এখন নীতি হচ্ছে বিএনপির চেয়ে নিজেদের বেশি ধার্মিক প্রমাণ করা। সাম্প্রদায়িকতা প্রতিরোধে শিক্ষাব্যবস্থাসহ বিভিন্ন ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় সংস্কারে সরকারের কোনো উদ্যোগ নেই বলে তিনি উল্লেখ করেন। রামেন্দু মজুমদার বলেন, ক্ষমতা হারানোর ভয়ে কোনো সরকার সংস্কারে হাত দেয় না।

অন্যান্যের মধ্যে আলোচনায় অংশ নেন সৈয়দ হাসান ইমাম, বিএফইউজের সভাপতি আবুল কালাম আজাদ, শহীদ জায়া শ্যামলী নাসরিন চৌধুরী, রওশন জাহান সাথী, অধ্যাপক নিমচন্দ্র ভৌমিক, মেঘনা গুহ ঠাকুরতা, শামীম আখতার প্রমুখ।